যুগান্তর

তারিখ ..01 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ..১৫.. কলাম ....2.....

কুড়িগ্রামে বই পরিবহনের ২২ লাখ টাকা লোপাট করেছে শিক্ষা কর্মকর্তারা

আহসান হাবীব নীলু, *কুড়িগ্রাম থেকে*

সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে সারা দেশে মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী ও দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বই সরবরাহ করে আসছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বিদ্যালয়ে বই পরিবহনের জন্য ব্যয় চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। কিন্তু বই পরিবহনের এ টাকা শিক্ষকদের ভাগ্যে জোটে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের টাকায় বই পরিবহন করলেও সরকারি বরাদ্দের সমুদয় টাকা লোপাট করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা। কুড়িগ্রামে চার বছরে এ খাতের প্রায় ২২ লাখ পকেটস্থ করেছে ৯ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। এ নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করছে। তারা লিখিত অভিযোগ দিয়েছে বিভিন্ন দফতরে। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো. হাবিবুর রহমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগে জানান, বই পরিবহনের জন্য সরকারি অর্থ গত চার বছর থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া হয়নি। সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আজিজার রহমান একাই এ খাতের ২ লাখ ৪৪ হাজার ৮৭০ টাকা লোপাট করে। তথ্যমতে তিনি ২০১২ সালে চেক নং ৪৬৬৩৫৫১ মারফত ৪৭ হাজার ৪০৬ টাকা, ২০১৩ সালে চেক নং-৪৬৬৩৫৬৪ মারফত ৫৮ হাজার ১৯ টাকা, ২০১৪ সালে চেক নং-৪৬৬৩৫৮৩ মারফত ৬৭ হাজার ৫৫৪ টাকা এবং ২০১৫ সালে চেক নং-৭৫৮৩৮১২ মারফত ৭১ হাজার ৮৯১ টাকা উত্তোলন করে সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করে। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন ফারুক বলেন, গত ৯ বছর থেকে একই স্থানে চাকরি করার সুবাদে সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আজিজার রহমান লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জিম্মি করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে আসছে। মাধ্যমিক স্কুল, দাখিল মাদ্রাসা ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার হাজিরা শিটে স্বাক্ষর, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ, অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বিল করানোর জন্য ডিইও, ডিডি ও ডিজি মহোদয় বরাবর প্রেরণে উৎকোচ গ্রহণ করেন। টাকা না দিলেও শুরু হয় নানা হয়রানি। একই অবস্থা জেলার অন্য সব উপজেলায়। শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে জিম্মি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

> শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করছে

শিক্ষকরা এসব অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় এবং উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অভিযোগ করায় রোষানল থেকে বাঁচতে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ছুটিতে গেছেন আজিজার রহমান। এর আগে একই অভিযোগে ভুরুঙ্গামারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু সাঈদ মো. আবদুল ওয়াহিদকে নওগাঁয় স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়। তারপরও এ অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ হয়নি। এ বিষয়ে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আজিজার রহমানের সম্ভব হয়নি। তবে জেলা শিক্ষা অফিসার ভব শংকর রায় বলেছেন, উপজেলা পর্যায়ের এসব আর্থিক বিষয় তার দফতর দেখভাল করে না। রাজারহাট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা চঞ্চল কুমার ভৌমিক এ বলেন এ সামান্য টাকা তাই দেয়া হয় না। এ টাকা অফিসের কর্মচারীদের পারিশ্রমিক ও অন্য খাতে খরচ করা হয়। রাজীবপুর শিক্ষা কর্মকর্তা নুর ইসলাম নুরু বলেন, এসব চেক ইউএনও'র মাধ্যমে আসে। পরে আমরা তা ক্যাশ করে নেই। ভাগ করলে বিদ্যালয় প্রতি ১৫০/২০০ টাকা পাবে। অথচ তাদের খরচ অনেক বেশি হয়। তাই এ সামান্য টাকা দেয়া হয় না। আর শিক্ষকরাও দাবি করে না।